ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১৫-২৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4102

গায়েবি দিঘি শিলালিপি: পাঠ পুনর্বিবেচনা

কাওছারা বেগম
এম. এ. (২০২৩), উমিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: Arabic and Persian inscriptions of Bengal are important primary sources to reconstruct medieval history. Dependence on these inscriptions increased due to absence of contemporary historical writings. Gayebi Dighi inscription of Sultan Rukun Uddin Barbak Shah (1459-1478) was found in Gayebi Dighi in 1954 beside the estuary of the river Barak, in Bhanga Mohokuma under Sylhet District. Initially it was published by Shamsuddin Ahmed and later on it was included in epigraphic corpuses. In the previous readings and translations the current author found some contradictions and improprieties. This article analyzes and suggests a reading that differs with previous explanations of the Gayebi Dighi inscription.

Key Words: Gayebi Dighi Inscription, Medieval age, Khan Jahan.

মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের কাঠামো পুনর্গঠনে প্রস্তরখণ্ড ও টেরাকোটা ফলকে আরবি-ফারসি ভাষায় খোদিত লিপিমালা এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস। লিখিত উৎসের স্বল্পতা বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় লেখমালার ওপর নির্ভরশীলতাকে বৃদ্ধি করেছে। পরবর্তী ইলিয়াস শাহি বংশের শাসক রুকনুদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪)-এর একাধিক শিলালিপি বাংলার বিভিন্ন অংশে পাওয়া গেছে। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন সিলেট জেলার ভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত বরাক নদীর মোহনায় গায়েবি দিঘি নামক স্থানে মসজিদ নির্মাণ কাজে খননের ফলে এই সুলতানের একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়। শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৭৯ সালে এবং ড. ইউসুফ সিদ্দিক ২০১৭ সালে লিপিটির পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রদান করেন। বিজ্ঞ গবেষকদ্বয়ের প্রস্তাবিত পাঠের মধ্যে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়। ফলে বর্তমান প্রবন্ধে শিলালিপিটির পাঠ পুনর্বিবেচনার একটি চেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রাসঙ্গিক মতামত এবং পাশাপাশি বর্তমান পাঠকে একত্রিত করে বিশ্লেষণ করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটিকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে স্থানীয় ইতিহাস ও লিপির সাথে সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী গবেষণাকর্ম; দ্বিতীয় অংশে শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ইউসুফ সিদ্দিকের বক্তব্যের বিশ্লেষণ এবং তৃতীয় অংশে বর্তমান লেখকের প্রস্তাবিত পাঠ ও মন্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাস গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাথমিক এবং দ্বৈতয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণা কর্মটি

সম্পাদন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক উৎস হিসেবে মূল শিলালিপিটি ব্যবহার করা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান থেকে *Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal (Down to AD 1538)* নামে আহমেদ হাসান দানী কর্তৃক রচিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি তৎকালীন বাংলায় প্রাপ্ত মুসলিম শাসনামলের শিলালিপিগুলির তালিকা তৈরি করেছেন। ১৯৫৪ সালে প্রাপ্ত গায়েবি দিঘি শিলালিপি এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এরপর ১৯৬০ সালে শামসুদ্দিন আহমেদ *Inscription of Bengal, vol-4* গ্রন্থে ১২৩৩- ১৮৫৫ সা. অব্দ পর্যন্ত সময়ের ২১৪ টি শিলালিপি আলোচনা করেছেন। আবিষ্কৃত হওয়ার ৬ বছর পরে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলেও এই শিলালিপি কোনোভাবে তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। লেখক এ গ্রন্থে সিলেটের মাত্র ৪টি শিলালিপি নিয়ে আলোচনা করেছেন, *Bangladesh Archaeology 1979*, *vol-4, No:1* গ্রন্থে শামসুদ্দিন আহমেদ প্রথম গায়েবি দিঘি শিলালিপি নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর আবার ১৯৯২ সালে আবদুল করিম *Corpus of the Arabic and Persian Inscription of Bengal* গ্রন্থে ১৩০৩-১৬০২ সা.অব্দ পূর্ব ২৩২টি শিলালিপির উদ্ধার এবং সঠিক অনুবাদ উপস্থাপন করেন। তিনিও শামসুদ্দিন আহমেদের উপস্থাপিত সিলেটের ৪টি শিলালিপির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এমনকি *Bangladesh Archaeology 1979*-তে প্রকাশিত গায়েবি দিঘি শিলালিপি আবদুল করিমের গ্রন্থে স্থান পায়নি।

সিলেটের স্থানীয় ইতিহাসবিদ সৈয়দ মুর্তজা আলী *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*[১] গ্রন্থে সিলেটের আঞ্চলিক ইতিহাসের পাশাপাশি প্রাপ্ত আরবি ও ফারসি শিলালিপিগুলোর উল্লেখ করেছেন। *জকিগঞ্জের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* নামে একটি বই ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় যার রচয়িতা মুহাম্মদ তাবারক হোসাইন। তিনি বৌদ্ধ ও মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে গায়েবি দিঘি শিলালিপির উল্লেখ করেন। দেওয়ান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী বাংলা একাডেমি থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত *সিলেট বিভাগের ইতিহাস* গ্রন্থে সিলেটের ১৮টি শিলালিপির আলোচনা করেছেন যার মধ্যে গায়েবি দিঘি শিলালিপি একটি। জকিগঞ্জের স্থানীয় ইতিহাস গ্রন্থগুলির মধ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. হান্নান মিয়ার সম্পাদনায় রচিত *প্রসঙ্গ জকিগঞ্জ ইতিহাস ও ঐতিহ্য* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে মো. হান্নান মিয়া *জকিগঞ্জের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* গ্রন্থের লেখকের বরাতে শিলালিপিটির আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থগুলি অনেক আগে বা পরে রচিত হলেও এগুলির কোনো কোনোটিতে শুধু গায়েবি দিঘি শিলালিপির একটি আনুমানিক পাঠ ও বাংলা অনুবাদ তুলে ধরা হয়েছে। ২০১৭ সালে মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিক তার *Arabic Persian*

Inscription of Bengal গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ পাঠ প্রদান করেন। প্রকাশিত পাঠ এবং অনুবাদে কিছু কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। বর্তমান প্রবন্ধে এই লিপির পাঠ পুনর্বিবেচনা করা হয়েছে।

বর্তমান লেখকের প্রস্তাবিত পাঠ

চিত্র: গায়েবি দিঘি শিলালিপি[২]

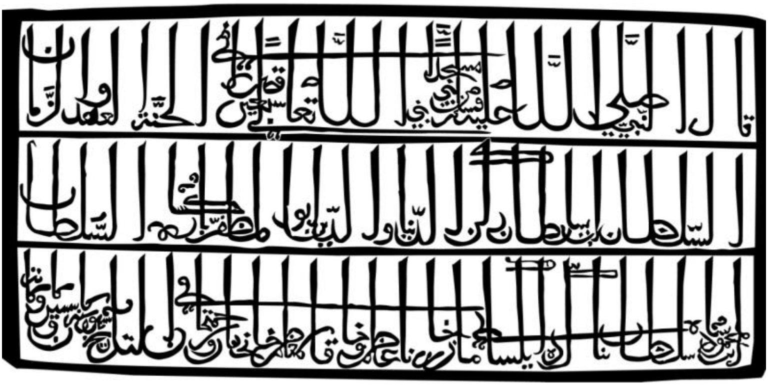

উপরের চিত্রকে বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত পাঠ নিম্নে দেওয়া হলো:

قال النبي صلي الله عليه وسلم من بني مسجدا بني الله تعلي له سبعين قصرا في الجنة والعهد والزمان

السلطان ابن السلطان ركن الدنيا والدين ابو المظفر بارك شاه السلطان

ابن محمود شاه السلطان بني كرده ايك سال مي مادر خان عظم و خاقان معظم خانجهان و رحمتخان - في التاريخ شهور سنة ثمان وستين وثمانماية

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে সত্তরটি প্রাসাদ নির্মাণ করবেন। [সুলতানের আমলে] সময় ও শাসনামলে..
- সুলতানের পুত্র সুলতান, রুকনুদ্‌দুনিয়া ওয়াদ্‌দিন, আবুল- মুজাফফর বারিক শাহ আস্‌-সুলতান।
- মাহমুদ শাহ আস্‌-সুলতানের পুত্র। এটি খান-ই-আজম এবং খাকান-ই-মোয়াজ্জাম খান জাহান এবং রহমত খানের মাতা এক বছরে নির্মাণ করেছিলেন। সময় আটশো আটষট্টি সাল।

শামসুদ্দিন আহমেদের বর্ণনা অনুযায়ী শিলালিপিটিতে 'একসামি' (ايكسامي) বা 'একসায়ি' (ايكسامي) নামধারী জনৈকার তত্ত্বাবধানে মসজিদ নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে, যিনি 'খান -ই-আজম' এবং 'সম্মানিত' খান জাহান ও রহমত খানের মাতা। মাহমুদ শাহের পুত্র সুলতান রুকনুদ্দিন আবুল মুজাফফর বারবক শাহের সময়ে এটি নির্মিত (৮৬৮হি/১৪৬৩ সা.অব্দ)। তিনি শিলালিপি সম্পর্কে আরো কতগুলি পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন।[৩] যেমন:

- শিলালিপি রচনার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শিলালিপির শুরুতে 'من بنا مسجدا' এই পবিত্র উক্তি দিয়ে শুরু করা হয়েছে কিন্তু নির্মিত স্থাপনাটি প্রকৃত অর্থে মসজিদ কিনা তার সুস্পষ্ট কোনো উল্লেখ নাই। অন্যদিকে শিলালিপিটিতে হঠাৎ করেই ' في العهد والزمان' দ্বারা পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে।[৪]
- স্থাপনাটি খান জাহান ও রহমত খানের মাতার নির্দেশে অথবা তত্ত্বাবধানে নির্মিত হয়েছে। এখানে এটি নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য যে উল্লিখিত পৃষ্ঠপোষক খান জাহান ও রহমত খান দুজনেরই মাতা ছিলেন নাকি শুধু খান জাহানের মাতা এবং রহমত খান অন্য ব্যক্তি ছিলেন।[৫]
- এই নির্মাণাধীন স্থাপনার দাতার নাম (ايكسامي -ايكسامي) 'একসামি বা একসায়ি' কোনো লকব বা প্রশংসাসূচক শব্দ ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে। পৃষ্ঠপোষক নারী মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী খান জাহানের মা। সুতরাং তিনি সমাজের অভিজাতবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, লিপিতে ব্যবহৃত 'একসামি' বা 'একসায়ি' প্রকৃত নাম নয় বরং হয়তো তার ডাকনাম, উপাধি বা পদবী, যার দ্বারা তিনি সাধারণভাবে পরিচিত ছিলেন।[৬]
- এই শিলালিপিতে বাক্য গঠনে কিছুটা অসঙ্গতি দেখা যায়। যেমন শুরুতে ' من بنا مسجد' এরপরে 'بنا' 'هذا المسجد' এরকম কিছু বলে শুরু করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে হঠাৎ করে 'في العهد والزمان' দ্বারা শুরু করা হয়েছে।[৭]

- তৃতীয় লাইনে উল্লিখিত আরো একটি বিষয় এর অন্তর্ভুক্ত যে এখানে 'بنا کرده' (নির্মিত হয়েছে) শব্দগুচ্ছটি ফারসি ভাষায় লেখা হয়েছে। এটা প্রমাণ করে যে স্থাপনের পূর্বে কোনো বিশেষজ্ঞ লিপিবিদ দ্বারা এটি পুনঃনিরীক্ষণ করা হয়নি। শামসুদ্দিন আহমেদ শিলালিপিটি *নসখ* রীতিতে লেখা বলে উল্লেখ করেছেন।[৮]

শামসুদ্দিন আহমেদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যে অসঙ্গতি গুলো দেখা যায় তা হলো-

প্রথমত: তিনি শিলালিপির অবস্থান বা এর প্রাপ্তিস্থান সম্পর্কিত কোনো আলোচনা করেননি। তিনি শুধু উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক বাংলাদেশের উত্তরাংশের জেলাগুলোতে অনুসন্ধানের পর সেখান থেকে ৪টি শিলালিপি তিনি অনুবাদ করেছেন এবং এই শিলালিপি তার মধ্যে একটি।[৯]

দ্বিতীয়ত: দ্বিতীয় সমস্যাটি হলো শিলালিপির তারিখ নিয়ে। শামসুদ্দিন আহমেদ শিলালিপির 'পাঠ' লেখার সময় 'ثمان وستين وستمائة' (৬৬৮) লিখেছেন কিন্তু 'পাঠ' যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন তখন লিখেছেন "In the year eight hundred and eighty six" (৮৮৬) যার দ্বারা তিনি ১৪৬৩ সালকে নির্দেশ করেছেন।[১০]

মো. ইউসুফ সিদ্দিকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তিনি উল্লেখ করেছেন "A no longer extent Sultanate mosque near Ghaibi Dighi in Anair Hair village in bhanga subdivision Sylhet.'[১১] গায়েবি দিঘি শিলালিপি নিয়ে তার এ বক্তব্য সঠিক নয়। এছাড়াও শিলালিপির তৃতীয় লাইনের পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি 'بنا کرده' এর পরের শব্দটিকে 'লাক্‌সমি' ليکسامي (Lakshmi)[১২] পাঠ করেছেন যা আরো সংশয় সৃষ্টি করেছে। তিনি শিলালিপিটির লিপি কৌশলকে 'তুঘরা' লিপি বলে উল্লেখ করেছেন।

শামসুদ্দিন আহমেদ এবং ইউসুফ সিদ্দিকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। শামসুদ্দিন আহমেদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলতে হয় যে, মধ্যযুগের বাংলার পুরোধা ইতিহাসবিদ আবদুল করিম রুকনুদ্দিন বারবক শাহের সময়কাল ৮৬৪-৮৭৯ হি. বা ১৪৫৯/৬০-১৪৭৪ সা. অব্দ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৩] ফলে রুকনুদ্দিন বারবক শাহের শিলালিপি হিসেবে শামসুদ্দিন আহমেদের উল্লেখকৃত ৬৬৮ হি. বা ৮৮৬ হি. দুটো তারিখ বাতিল হয়ে যায়। আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, শামসুদ্দিন আহমেদ তার প্রবন্ধের শুরুতে বারবক শাহের সময় ১৪৬৩ সা. অব্দই লিখেছেন।[১৪] ফলে পরের পৃষ্ঠায় তারিখ ভুল করাটা ছাপার ভুল ও হতে পারে। কিন্তু এই যুক্তি ও মানা যায় না, কেননা কথায় লেখার সময় আরবিতে লিখেছেন 'ثمان وستين وستمائة' (৬৬৮) আর ইংরেজিতে লিখেছেন 'In the year eight hundred and eighty six' যা ৮৮৬।[১৫] ফলে অসাবধানতার বিষয়টি এখানে সুস্পষ্ট।

মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিকের “A no longer extent Sultanate mosque near Ghaibi Dighi in Anair Hair village in Bhanga subdivision Sylhet.”[১৬] এ বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ আনাইর হাওর গায়েবি দিঘি একই জায়গা নয় বা গায়েবি দিঘি আনাইর হাওর গ্রামে অবস্থিত নয়। ‘আনাইর হাওর’ একটি হাওর যেখানে ২০ শতকের গোড়ার দিকে একটি শিলালিপি পাওয়া যায় যা তৎকালীন সিলেট জেলার অধীন ভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ভাঙ্গা মহকুমা বর্তমানে ভারতীয় সীমান্তের মধ্যে পড়েছে। গায়েবি দিঘি থেকে প্রায় ৭ কি.মি. পূর্বে ভারতে ভাঙ্গা নামে একটি বাজার এখনও বিদ্যমান। অন্যদিকে গায়েবি দিঘির অবস্থান বর্তমান জকিগঞ্জ উপজেলা থেকে প্রায় ১২ কি.মি. উত্তর পূর্ব দিকে বারঠাকুরী ইউনিয়নের অন্তর্গত বরাক নদীর মোহনায় সুরমা নদীর তীরে। আনাইর হাওর প্রাপ্ত শিলালিপি সম্পর্কে আবদুল করিম বলেন, আনাইর হাওরে প্রাপ্ত শিলালিপি নিয়ে করিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন থেকে ১৮ মাইল দক্ষিণে হাটখোলায় স্থানান্তর করা হয় এবং একটি আধুনিক মসজিদে স্থাপন করা হয়।[১৭] আনাইর হাওরের অবস্থান নির্ধারণ করা বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি কিন্তু আবদুল করিমের বক্তব্য সঠিক বলে ধরে নিলে গায়েবি দিঘি থেকে প্রায় ২১ কি. মি. দক্ষিণে হাটখোলা গ্রাম অবস্থিত। এছাড়া শামসুদ্দিন আহমেদ এবং আবদুল করিম দুজনেই এই শিলালিপিটিকে ‘Inscription from Hatkhola, Sylhet’[১৮] এবং ইউসুফ সিদ্দিক এটিকে ‘Masjid Inscription in Hatkhola, Sylhet, dated 868(1463)`[১৯] বলে উল্লেখ করেছেন। গায়েবি দিঘি শিলালিপি ভিন্ন একটি প্রস্তরলেখ।

আবদুল করিমের *Corpus of the Arabic and Persian Inscription of Bengal* থেকে জানা যায়, আনাইর হাওরের শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে বিশ শতকের গোড়ার দিকে। শামসুদ্দিন আহমেদের মতে, তার নিকট শিলালিপিটি পাঠোদ্ধারের জন্য পাঠানো হয় ১৯৩৪ সালে যেটি আরো প্রায় ৫০ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে।[২০] গায়েবি দিঘি শিলালিপি বারঠাকুরী গ্রামের মুদরিছ আলী ওরফে মুদই মিয়া নামক জনৈক ব্যক্তি ১৯৫৪ সালে গায়েবি দিঘি হতে উদ্ধার করেন।[২১] উল্লেখ্য যে, এই সময়ের মধ্যে ১৯৩৪ সালে শামসুদ্দিন আহমেদ হাটখোলা শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করে ফেলেছেন।

দেওয়ান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী এ শিলালিপি সম্পর্কে লেখেন, “বিচারপতি জনাব এম এ মতিনের বরাত দিয়ে, যে এই শিলালিপিটি গায়েবী দিঘি থেকে এনে মুসলিম সাহিত্য সংসদে রাখা হয়েছিল। তিনি স্বয়ং এটি সংরক্ষণের জন্য ১৯৬৬ সালে জেলা প্রশাসক বরাবর দরখাস্ত লিখেছিলেন এটিকে সংরক্ষণ করার জন্য।”[২২] শিলালিপিটি বর্তমানে সিলেট মুসলিম সাহিত্য সংসদের ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দিন আহমেদ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে মোহাম্মদ ইউসুফ সিদ্দিকের বক্তব্যের ভিত্তিহীনতা সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

ইউসুফ সিদ্দিক শিলালিপির আকার অজানা বলে লিখলেও শামসুদ্দিন আহমেদ ১৯৭৯ সালে “An oblong slab of black basalt, measuring 32 inches by 16 inches (on other page 36*19) across the carved face of the slab.”[২৩] বলে উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ তাবারক হোসাইন *জকিগঞ্জের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে এটিকে “প্রায় ৩ ফুট লম্বা ও ১ ফুট প্রস্থ” বলে উল্লেখ করেছেন।[২৪] আর ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দিন আহমেদ জাদুঘর কর্তৃপক্ষের পরিমাপ অনুযায়ী শিলালিপির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩২.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ১৫ ইঞ্চি, পুরুত্ব ডানপাশে ৫ ইঞ্চি এবং বামপাশে ১.৫ ইঞ্চি।

শামসুদ্দিন আহমেদ খান জাহান ও রহমত খানের মাতার নাম সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেন নি। তিনি ‘একসামি’ ‘ايكسامي ’ পড়েছেন এবং শব্দটিকে তিনি কোনো ডাকনাম বা উপাধি বা পদবি হিসেবে গণ্য করেছেন। ইউসুফ সিদ্দিক শব্দটিকে ‘লক্‌সমি’ ‘ليكسامي’ পড়েছেন। খান জাহান এবং রহমত খানের মা যিনি মসজিদ নির্মাণ তত্ত্বাবধান করেছেন, এক্ষেত্রে অনেকটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি একজন সম্ভ্রান্ত এবং প্রভাবশালী মহিলা। পরিচয়বাচক শব্দটিকে বাংলায় ‘লক্‌সমি’ পড়া হলে প্রশ্ন তৈরি হয় যে, একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের মহিলার ব্রাহ্মণ্য দেবির নাম গ্রহণ কতটা যুক্তিযুক্ত। বাংলায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই নাম গ্রহণের রেওয়াজ দেখা যায়। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরে নাম পরিবর্তন করাটাই স্বাভাবিক প্রথা ছিল। যদি তিনি মুসলিম না হন তাহলে মসজিদ নির্মাণ কাজে তত্ত্বাবধানের বিষয়টি ও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ফলে শব্দের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গবেষকগণ কিছুটা সংশয় তৈরি করেছেন।

বর্তমান লেখক এই শিলালিপি পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে শামসুদ্দিন আহমেদের সাথে এ বিষয়ে একমত যে শিলালিপিটি স্থাপনের পূর্বে কোনো বিশেষজ্ঞ লিপিকার দ্বারা পুনঃনিরীক্ষা করা হয়নি। শামসুদ্দিন আহমেদ উল্লেখ করেছেন যে- بنا هذا المسجد এর পরে من بني مسجدا বা এরকম কিছু উল্লেখপূর্বক পরবর্তী লাইন শুরু করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু লিপিটি ‘ في العهد والزمان’ দ্বারা শুরু হয়েছে।[২৫] উল্লেখ্য যে, আমাদের পাঠ অনুযায়ী এখানে العهد والزمان সংযোজন অর্থবোধক।

- লিপিটিতে باربك شاه না লিখে ‘بارك شاه’ লেখা হয়েছে। অন্যান্য সমর্থনমূলক উৎসের ভিত্তিতে এটিকে বারবক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

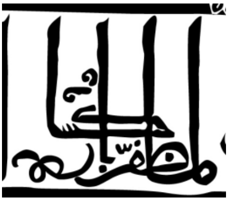

- তৃতীয় লাইনে مادر خان عظم এর ক্ষেত্রে শামসুদ্দিন আহমেদ একটি (আলিফ) যুক্ত করে اعظم পাঠ করেছেন, মূল লিপিতে যেখানে শুধুমাত্র عظم আছে। ফলে ایك سال مي শব্দের পূর্বের আলিফ টিকে আমরা অতিরিক্ত বা ভুলবশত প্রদানকৃত হিসেবে ধরে নিতে পারি। একই সাথে এই পাঠ গ্রহণ করা হলে জাহান ও রহমত খানের মাতার নাম সংক্রান্ত জটিলতা থেকে ও মুক্ত হওয়া সম্ভব।

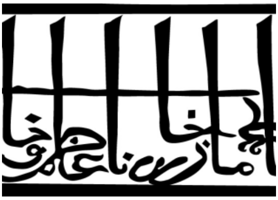

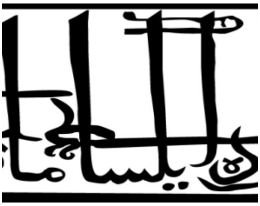

- শামসুদ্দিন আহমেদ লিপিতে উল্লিখিত নারী শুধু খান জাহানের মাতা ছিলেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি করেছেন। এখানে বলা যায় যে আরবিতে দুটি আলাদা ব্যক্তি বা বস্তুকে একসাথে বুঝানোর জন্য و ব্যবহৃত হয়। লিপিতে স্পষ্ট করে خانجهان و رحمتخان উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে উল্লিখিত মহিলা খান জাহান এবং রহমত খান দুজনের এ মাতা ছিলেন বলে অনুমিত হয়।
- এই শিলালিপিতে যে শব্দটি পাঠ উদ্ধারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি জটিলতা তৈরি হয়েছে তা হলো তৃতীয় লাইনে کرده بنا এরপরে ایکسامي এরকম একটি শব্দ। শামসুদ্দীন আহমেদ যেটিকে পাঠ করেছেন ایکسامي-ایکسامي এবং ধারণা করেছেন এটি কোনো উপাধি বা পদবিবাচক শব্দ। ইউসুফ সিদ্দিক এটিকে পাঠ করেছেন .ليکسامي ليکسامي এই দুটি ব্যাখ্যা থেকে কোনো অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি হচ্ছে না। বর্তমান লেখক শব্দটিকে ایك سال مي পাঠ করেছেন। যেখানে শুরুর আলিফটি অতিরিক্ত হিসেবে বিবেচনা করা হলে এবং سا এর পরে একটি ل যুক্ত করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে 'মসজিদটি একবছর সময় ধরে বা এক বছরের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল।
- ফারসি লিপি বিশারদ মুর্তেজা রেজভান ফার এই শব্দের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, এটি একটি তুর্কি নাম ایلسا ی (Ilsay, Someone who is Respected by the

Tribe)। তার এ ব্যাখ্যা স্বীকার করে নিলে শিলালিপিটির পাঠ হয় এরকম যে, ‘এটি খান-ই-আজম এবং খাকান-ই-মোয়াজ্জাম, খান জাহান এবং রহমত খানের মাতা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল, যিনি তার স্বজাতির নিকট সম্মানিত ছিলেন।’ বর্তমান গবেষক শিলালিপির পাঠের ক্ষেত্রে সর্বশেষ দুটি মতের যে কোনটিকে গ্রহণ করতে আগ্রহী।[২৬]

উপসংহারে বলা যায় যে, গায়েবি দিঘির অবস্থান ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিন নদীর মোহনায় অবস্থানের কারণে প্রাচীনকাল থেকেই এখানে নদী পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল সহজতর। ফলে সময়ের সাথে সাথে মানুষের আনাগোনা বেড়েছে নিঃসন্দেহে। একই জায়গায় কাছাকাছি অবস্থানে বড় দুটো পাথুরে লিপি প্রাপ্তি একদিকে যেমন জনবসতির প্রমাণ বহন করে। অন্যদিকে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিও ইঙ্গিত দেয়। যথাযথ প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ও খননকার্য সম্পন্ন করা হলে প্রাক মধ্যযুগ বা মধ্যযুগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন গবেষকদের নজরে আসবে বলে ধারণা পাওয়া যায়।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. সৈয়দ মুর্তজা আলী, *হযরত শাহজালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, তৃতীয় সংস্করণ, উৎস প্রকাশন-১৯৮৮।

২. শিলালিপিটি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মাহবুব ভবনে ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দিন আহমদ জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সহায়তায় লেখক নিজে ছবি সংগ্রহ করেন। শিলালিপিটির আউটলাইন করে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র মো: সাজিদ আরেফিন।

৩. Mvi Shamsuddin Ahmed, “Some Inscription from Sylhet” in *Bangladesh Archaeology1997, vol.1, No-1,* ed. Nazimuddin Ahmed (Dacca: The Department of Archaeology and Muslims Ministry of Sports and Culture, Government of Bangladesh, 1997), 149

৪. *প্রাগুক্ত*, ১৫০

৫. *প্রাগুক্ত*, ১৫০

৬. *প্রাগুক্ত*, ১৫০

৭. *প্রাগুক্ত*, ১৫০

৮. *প্রাগুক্ত*, ১৫০

৯. *প্রাগুক্ত*, ১৪৯

১০. *প্রাগুক্ত*, ১৫১

১১. Mohammad Yusuf Siddiq, *Arabic and Persian Inscription of Bengal,* (Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2007), 287

১২. *প্রাগুক্ত*, ২৮৭

১৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল*, (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৭৭), ৩১৮-৩২৫

১৪. *প্রাগুক্ত*, শামসুদ্দিন আহমেদ, ১৪৯

১৫. *প্রাগুক্ত*, শামসুদ্দিন আহমেদ, ১৫১

১৬. *প্রাগুক্ত*, ইউসুফ সিদ্দিক, ২৮৭

১৭. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscription of Bengal*, (Dhaka: Asiatic Socity of Bangladesh 1992), 157

১৮. প্রাগুক্ত, ১৫৭। Shamsuddin Ahmed, Inscription of Bengal, vol.4, (Rajshahi: Varendra Research Museum, 1960), 76-77

১৯. Yusuf Siddiq, *Ibid*, 248

২০. Shamsuddin Ahmed, Inscription of Bengal, vol.4, 76

২১. মুহাম্মদ তাবারক হোসাইন, *জকিগঞ্জের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, (সিলেট, ২০০০), ২০

২২. *দেওয়ান নুরুল আনোয়ার চৌধুরী*, *সিলেট বিভাগের ইতিহাস*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০০০), ৭৮

২৩. Shamsuddin Ahmed, *Bangladesh Archaeology*, 150

২৪. মুহাম্মদ তাবারক হোসাইন, *জকিগঞ্জের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ২০

২৫. Shamsuddin Ahmed, *Bangladesh Archaeology*, 150

২৬. গবেষক নিজে বেশ কয়েকবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উনার সাথে কথা বলেন। তিনি ایلسا ی (Ilsay)-র ব্যাখ্যা প্রদান করেন ৩০ নভেম্বর ২০২২, বাংলাদেশ সময় রাত ১০:৫৫।